গণমিছিলের প্রস্তুতি জোরদার করেছে ৪ দলীয় ঐক্যজোট

রাজধানীতে ২০ লাখের বেশি কর্মী-সমর্থক জড়ো করার টার্গেট

রফিক মুহাম্মদ

চারদলীয় ঐক্যজোট ও সমমনা দলের আগামীকালের গণমিছিল সফল করার জোর প্রস্তুতি চলছে। ২৯ তারিখে রাজধানীতে বিশ লাখেরও বেশি কর্মী-সমর্থক নিয়ে বৃহৎ গণমিছিল করার টার্গেট নিয়েছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট ও সমমনা দলগুলো। এ গণমিছিলের নেতৃত্ব দেবেন বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া। গণমিছিলকে কেন্দ্র করে ঢাকা মহানগর বিএনপির এবং এর আশপাশের জেলাগুলোর নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দেশের কয়েকটি শহরে সম্প্রতি যেভাবে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে রোডমার্চ সম্পন্ন হয়েছে তেমনি করে আগামীকালের গণমিছিলও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে বলে বিএনপির নেতৃবৃন্দের প্রত্যাশা।

দুপুর ২টায় নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে এ গণমিছিল শুরু হবে। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গণমিছিল বাংলামোটরে গিয়ে শেষ হবে। নয়াপল্টন থেকে শুরু হয়ে শান্তিনগর, মালিবাগ, মৌচাক, মগবাজার হয়ে বাংলামোটরের জোহরা মার্কেটের সামনে গিয়ে শেষ হবে ওই মিছিল। শান্তিপূর্ণ এই কর্মসূচির নিরাপত্তা ও মাইক ব্যবহারের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সচিব, পুলিশের মহাপরিদর্শক ও মহানগর পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ বিষয়ে দৈনিক ইনকিলাবকে বলেন, আগামী ২৯ জানুয়ারির গণমিছিল অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এবং উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে বলে আমরা আশা করি। এ জন্য আমরা সরকারের সার্বিক সহযোগিতা পাব বলে মনে করি। তিনি বলেন, গণমিছিল সফল করার যাবতীয় প্রস্তুতি চলছে। এ কর্মসূচিতে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করবে। এর আগে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন জেলা অভিমুখে যে রোডমার্চ হয়েছে তাতে সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছে। রোডমার্চগুলো যেভাবে উৎসবমুখর পরিবেশে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে গণমিছিলও তেমনি উৎসবমুখর পরিবেশে হবে।

বিএনপির দপ্তর সূত্র জানায়, ২৯ জানুয়ারি রাজধানীতে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ গণমিছিলের আয়োজনের লক্ষ্যে বিএনপির ব্যাপক প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের ঢাকামহনগর কমিটি, ঢাকা জেলা ও এর আশপাশের কয়েকটি জেলা কমিটির নেতাদের নিয়ে প্রস্তুতি সভা করেছেন। ঢাকামহানগরীর সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের নিয়ে ইতোমধ্যে সাদেক হোসেন খোকা এবং মির্জা আব্বাস বৈঠক করেছেন। তারা ঢাকামহানগরীর প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে কমপক্ষে এক হাজার নেতা-কর্মী ও সমর্থক গণমিছিলে যাতে যোগদান করে সেভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। সে লক্ষ্যে নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ ছাড়া ঢাকা জেলা বিএনপি, গাজীপুর, সভার, মুন্সীগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, নরসিংদী এসব জেলা থেকেও বিপুলসংখ্যক কর্মী গণমিছিলে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জেলা নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে প্রত্যেকজেলা থেকে কমপক্ষে বিশ হাজার নেতাকর্মী নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। মহাসচিবের নির্দেশ অনুযায়ী ঢাকার আশপাশের জেলাগুলোতে প্রস্তুতি চলছে।

বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও গাজীপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ফজলুল হক মিলন বলেন, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে আগামী ২৯ তারিখ রাজধানীতে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ গণমিছিল অনুষ্ঠিত হবে। তার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত রোডমার্চে সাধারণ মানুষ যেমন স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছে গণমিছিলেও তেমনি গণজোয়ারের সৃষ্টি হবে। বিএনপি সে লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিয়েছে। গাজীপুর থেকে বিশ-ত্রিশ হাজার নেতাকর্মী এ গণমিছিলে অংশ নেবে।

বিএনপির দপ্তরের দায়িত্বে নিয়োজিত যুগ্নমহাসচিব রিজভি আহমেদ গতকাল দলীয় কর্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে গণমিছিলে সরকারের অসহযোগিতার অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, গত ৯ জানুয়ারি

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার চট্টগ্রাম মহাসমাবেশ থেকে ঘোষিত ২৯ জানুয়ারির গণমিছিল সফল করতে আমরা বিভিন্ন আয়োজন সম্পন্ন করেছি। পল্টন ময়দানের অনুমতি চেয়ে কর্তৃপক্ষকে পরপর দুটি চিঠি দিয়েছি কিন্তু কোনো সদুত্তর পাইনি। আমরা পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি চেয়েছি কিন্তু তিনি অনুমতি দেননি। গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী আমরা শান্তিপূর্ণভাবে গণমিছিল করব। এই গণমিছিল বানচাল করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সরকারের আরেকটি সমাবেশ করার কথা শোনা যাচ্ছে। আসলে এই সরকারের গণতন্ত্রের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নেই। তারা বিরোধীদলকে সহ্য করতে পারেছে না। তিনি সরকারকে গণতান্ত্রিক আচরণ করার অনুরোধ করেন।

গণমিছিল থেকে জনগণের সমস্যার কথা তুলে ধরা হবে জানিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বলেন, আমরা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে এ গণমিছিল করতে চাই। আশা করব সরকার আমাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি করবে না। বাধা দিলে আরও কঠোর কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামব আমরা।

তিনি বলেন, সারাদেশে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা, ব্যাংকে টাকার হাহাকার, মূল্যস্ফীতি লাগামহীন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য’র সীমাহীন ঊর্ধ্বগতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, আইন-শৃঙ্খলার নিষ্ঠুর প্রয়োগে নাগরিক স্বাধীনতা কণ্ঠরোধ, বিদ্যুৎ-গ্যাসসহ সকল প্রকার জ্বালানি তেলের দফায় দফায় মূল্যবৃদ্ধি, বিচার বিভাগসহ সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দলীয়করণ, বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সরকারের ব্যর্থতা, যুব সমাজে ভয়াবহ বেকারত্ব, পুঁজিবাজার থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠন, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন, গুপ্তহত্যা-গুম-খুন, নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে তিস্তাসহ সকল অভিন্ন আন্তর্জাতিক নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে ব্যর্থতা, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রলীগের তাণ্ডব, টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ ও সীমান্তে মানুষ হত্যায় সরকারের নির্লিপ্ততা, সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন ও গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের অপচেষ্টার প্রতিবাদ এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ২৯ জানুয়ারির গণ-মিছিল ডাকা হয়েছে।

বিএনপি ছাড়া চারদলীয় জোটের অন্যতম শরিক জামায়াতে ইসলামীও গণমিছিল সফল করার ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে। জামায়াতের ঢাকামহানগরীর প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে প্রচুর নেতাকর্মী গণমিছিলে অংশ নেবে মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম বুলবুল জানান। এ ছাড়াও বিজেপি, জাগপা, ইসলামী ঐক্যজোট, এলডিপি, বাংলাদেশ ন্যাপ, এনডিপি, এনপিপি, মুসলিম লীগ, লেবার পার্টি, ইসলামিক পার্টি, ন্যাপ ভাসানীসহ সমমনা দলগুলো গণমিছিলে অংশ নেবে।

সরকার বিরোধী আন্দোলনে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সফল রোডমার্চ কর্মসূচি ইতোমধ্যে দলের নেতা-কর্মীদের উজ্জীবিত করেছে। সেই সাথে শান্তিপূর্ণ রোডমার্চ কর্মসূচি সাধারণ মানুষকেও বেশ আশান্বিত করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহালসহ বিভিন্ন দাবিতে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া দেশের বিভাগীয় শহর ও অন্যান্য কয়েকটি জেলা শহরে রোডমার্চ কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেন। এরপর গত ২৭ সেপ্টেম্বর নয়াপল্টনের জনসভা থেকে রোডমার্চ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। প্রথম ১০ অক্টোবর সিলেট অভিমুখে রোড মার্চ শুরু হয়। ১১ অক্টোবর সিলেট আলীয়া মাদরাসা মাঠে জনসভা শেষে এ রোডমার্চ কর্মসূচি শেষ হয়। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে রোডমার্চ অত্যন্ত সফল হয়। এতে করে বিএনপির নেতা-কর্মীরা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠে। সিলেটে সফল রোডমার্চ শেষে চাঁপাইনবাবগঞ্জে দু’দিনের রোডমার্চ করে বিএনপি। এর পর ময়মনসিংহে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৬ ও ২৭ নভেম্বর খুলানা অভিমুখে রোডমার্চ করে বিএনপি। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ৮ ও ৯ জানুয়ারি চট্টগ্রাম অভিমুখে রোডমার্চ অনুষ্ঠিত হয়। এই রোডমার্চের সমাবেশ থেকে বেগম খালেদা জিয়া ২৯ জানুয়ারি গণমিছিল এবং ১২ মার্চ চল চল ঢাকা চল কর্মসূচি ঘোষণা করেন।